ঝিনাইদহ ছাত্রলীগের সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহে তরুণ-তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক কে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িকে মারধর, মোবাইল ছিনতাই ও আটকিয়ে রেখে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেনের বিরুদ্ধে।

গত ৬ অক্টোবর এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে বলে জানান ভুক্তভোগী রড ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান। আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্দি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন শ্রমিকলীগের সভাপতি। ঘটনার বিবরণীতে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামের সোহেল রানা’র কন্যা দীঘি’র সাথে ফেইসবুকের মাধ্যমে শেরপুর জেলার বাবু নামে এক তরুনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। গত ছয় মাস আগে এই সম্পর্ক চলাকালীন বাবু নানান ভাবে দীঘি’র নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা বিকাশের মাধ্যমে নেয় বলে জানান, দীঘি’র বাবা সোহেল রানা। সম্পর্কের এক পর্যায়ে বিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবু ঝিনাইদহে তরুণী দীঘির বাড়ি আসতে চাই এবং গত ৫ অক্টোবর বাবু ঝিনাইদহে দীঘির বাড়িতে আসে। দীঘির বাড়িতে আসার পর দীঘির বাবা তাৎক্ষণিক বাবুর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে বাবুর বাবা- মায়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা খুলে বলেন এবং তাদের ঝিনাইদহে আসতে বলেন।

বাবুর বাবা পরদিন ৬অক্টোবর শুক্রবার ঝিনাইদহে আসতে চান। সসময় বাবুর পরিবার কে ঝিনাইদহ বাসটার্মিনালে আনতে দীঘির বাবা ও তার পূর্ব পরিচিত ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান কে ফোন করে সোহেল রানা তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। এসময় ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান তার দোকান বন্ধ করে সোহেল রানা’র সাথে ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল আসেন। আসাদুজ্জামান ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করার পর ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন সহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৪/১৫ জন আচমকা সোহেল রানা ও আসাদুজ্জামান কে প্রকাশ্যে মারধর শুরু করেন এবং তাদের কাছে থাকা মোবাইল ও আসাদুজ্জামানের কাছে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন।

ঘটনার সময় বাবুর বাবা উপস্থিত ছিলেন বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

আপনাদের মাধ্যমে শুনছি থানায় অভিযোগ হয়েছে, কেন অভিযোগ করা হয়েছে তাও আমি জানিনা, পুলিশ জানালে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্ঠা করবো।

মেহেরপুরে সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের গনসংযোগ

স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে,বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরনের পথে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ আগামীর পথে বিস্ব মানচিত্রে অভিভূত সাফল্য তুলে ধরতে সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান গণসংযোগ করেন।

আজ মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর,কোলা,দফরপুর, চাঁদবীল ও ময়ামারীতে গণসংযোগ করেন তিনি।

সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে গনসংযোগকালে খালেদুজ্জামান খাঁন ডালিম,হুমায়ূন কবির বাবু, সাজেদুর রহমান সাজু, মির্জা গালিব উজ্জ্বল,মিরাজুল ইসলাম, সেলিম রেজা,শেরেফুল ইসলাম,রকিবুল ইসলাম বাবু, নয়ন আহামেদ, মিঠু, রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন রাজু,আব্বাস উদ্দিন,শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল,ইকবাল হোসেন,আসাব উদ্দিন,মতিয়ার, বকুল আহামেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র নেতৃত্বে দেশে উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নিসন্ত্রাস- নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ।

সোমবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের
নেতৃত্ব চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয় হতে বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়। র্যালিটি চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে শহীদ হাসান চত্বরে পৌঁছালে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। তলা বিহীন ঝুঁড়ি থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপ নিয়েছে আজকের বাংলাদেশ। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ ব্যাপক ভাবে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে দেশ।দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।বাস্তহারা মানুষকে বসতিতে পূর্ণবাসন করেছে।দেশের যেকোনো স্তরের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।

কিন্তু বিএনপি জামায়াত সরকার আবারো এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চাই। তারা ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাকে

হত্যা করার চেষ্টা করেছে।বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় থেকে হাওয়া ভবন বানিয়ে লুটতরাজ করে হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। বিদেশে পাচার করেছে। ছাত্র সমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করেছিলেন। দেশের অশান্তির সৃষ্টি করেছিলেন এই বিএনপি-জামায়াত দেশের শত্রু। তারা স্বাধীনতার শত্রু। একাত্তরে তারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি। জিয়াউর রহমান সেই পরাজিত শক্তিকে, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের গাড়িতে এই স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা উড়েছিল। এরা যখনই আবার ক্ষমতায় আসবে তখনই বাংলাদেশের মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হবে, জঙ্গি হামলার শিকার হবে। বাংলাদেশের মানুষ বিপথগামী হবে। অতএব তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া যাবেনা।

যারা বিএনপি জামায়াত দলকে সমর্থন করে তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। যে দলের নেতৃত্বে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে সে দলকে বর্তমান নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। স্মার্ট বাংলাদেশ ও শেখা হাসিনার স্বপ্ন পূরণ এবং বিনির্মাণে যুবলীগ কাজ করে যাবে। বিএনপি-জামায়াত যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন শেখ হাসিনার পাশে থেকে সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙা জবাব দিবে যুবলীগ। আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে বঙ্গবন্ধুকন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করেই ঘরে ফিরবে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ।

হাফিজুর রহমান হাপুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আরও বক্তব্য প্রদান করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,জেলা যুবলীগ সদস্য আজাদ আলী, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পিরু মিয়া, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ সানিউল শেখ সুইট, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, দিপু বিশ্বাস।

আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলিম, সাধারণ সম্পাদক শেখ মিঠু,সহ-সভাপতি জুয়েল, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ,জাকির, আরও উপস্থিত ছিলেন, তানভীর রেজা টুটুল, রনি,শাওন রেজা কবীর, হাসান, সজল, লিপটন, রকি, সান, টিপু, সুমন, রাসেল, তিব্বত, ফিরোজ, তারিক, সজীব, করিম, হাসিব, রাজন, বক্কর, রমজান, সবুজ, রাকিব, গিয়াস, আমান, রুবেল, ফাহাদ, রাশিদুল, নয়ন, দিপু, রনি, জনি, মিন্টু, শফিক, বক্কর, রাসেল, শাকিব, বিপুল, পিয়াস, বাচ্চু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফেরদৌস, মিলন, টিলু, শাহীন, তানজির।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এ পর্যটন মটেল হল রুমে এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক এ্যাড: ইব্রাহিম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বর্ধিত সভায় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক,রকিবউদ্দীন,সিবাস্তিন মল্লিক, আফরোজা রোজ, মাবিয়া খাতুন

এবং মরিয়ম খাতুন সহ ৯টি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা কর্মী ও সমর্থক বৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

পরিবারতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে আওয়ামী লীগ

উত্তরাধিকার সূত্রে বা পারিবারিক পরিচয়ে রাজনীতির চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এ উপমহাদেশে। বাবার সূত্রে কিংবা দাদার সূত্রে রাজনীতিতে এসে অনেকে পূর্বসূরিকে ছাড়িয়ে গেছেন। রাজনীতিতে হয়েছেন বটবৃক্ষ। আবার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও উত্তরাধিকার সূত্রে পদ-পদবি পেয়ে যাওয়ার উদাহরণও আছে। যারা এভাবে রাজনীতিতে এসেছেন, তারা কার্যত বনসাই হয়ে আছেন।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে উত্তরাধিকার রাজনীতি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধী।

দেশের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ, স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ প্রায় সব দলেই উত্তরাধিকারের চর্চা রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে এমপি হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান একাদশ সংসদে এ সংখ্যা ৯৮। স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ জাগায় যে, আগামী দ্বাদশ সংসদে এ সংখ্যা কত হবে? যদিও বর্তমান সংসদের ৩৪টি উপনির্বাচনে উত্তরাধিকার সূত্রে এমপি হয়েছেন মাত্র চারজন। বাকি ৩০ জনকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে পথেই হাটছে বলে উপনির্বাচনের মনোনয়নগুলো সে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ সংসদীয় আসনের উপ-নির্বাচনে অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু এবং লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের উপ-নির্বাচনে গোলাম ফারুক পিংকুকে মনোনয়ন দিয়েছে ।

রাজধানীর গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এ

পারেন না। সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিও বোঝেন না। আবার জনসমাবেশে অরাজনৈতিক আচরণ করেন, যা সরকার বা দলকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। হঠাৎ করে রাজনীতির মাঠে এসে বেসামাল হয়ে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক সস্প্রতি এক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘উত্তরাধিকারের রাজনীতি গণতন্ত্র ও আধুনিক রাজনীতির বিরোধী। দলের জন্য ও রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর।’ তিনি বলেন, ‘গত ১৫-২০ বছরে এ ধারার রাজনীতির চর্চা বেশি হচ্ছে বলেই দুর্বল হয়েছে রাজনীতি।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলেন, ‘রাজনৈতিক ত্যাগ-তিতিক্ষা বা যোগ্যতা থাকলে এটা গ্রহণ করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে সংসদে এত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই দুশ্চিন্তার। আমি মনে করি, এ সংখ্যা নিয়ে প্রত্যেক দলেরই চিন্তার ব্যাপার আছে। কারণ দাদা, বাবার যোগ্যতায় এসব পদ পেয়ে থাকলে গণতন্ত্র কতটা মজবুত করবে, সেটাও ভাবতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রজাতন্ত্রে উত্তরাধিকারের সুযোগ নেই। আবার এটাকে ধর্মগ্রন্থের বাণী মনে করলেও চলবে না। কারও যদি যোগ্যতা থেকে থাকে, তাহলে বাবা-দাদা থাকলে আসতে পারবেন না সেটাও তো হতে পারে না।’

আওয়ামী লীগের যারা: এমপি ও মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় থেকে নির্বাচিত। তার বড় ভাই সিরাজুল ইসলাম ১৯৭০, ’৭৩, ’৭৯ ও ’৮৬ সালের এমপি। দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বাবা প্রয়াত আবদুর রউফ চৌধুরী। তিনি ১৯৯৬ সালের এমপি ও দলের নেতা ছিলেন। ছিলেন প্রতিমন্ত্রী। খালিদ মাহমুদ চৌধুরীও বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে উঠে আসা। এ ছাড়া তিনবার দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

দিনাজপুরের আরেকটি আসন থেকে নির্বাচিত ইকবালুর রহিমের বাবা প্রয়াত আবদুর রহিম। তিনি সত্তরের এমপি ছিলেন। তবে ইকবালুর রহিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দিনাজপুরের আরেকটি আসনের এমপি শিবলী সাদিক। তার বাবা মোস্তাফিজুর রহমান ফিজুও এমপি ছিলেন।

রংপুর-২ আসনের আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরীর চাচা আনিসুল

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্ত্রী। তাদের ছেলে সাদ এরশাদও এমপি। আহসান আদেলুর রহমান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের ভাগ্নে। জিএম কাদেরের স্ত্রী শেরিফা কাদেরও এমপি। নীলফামারী-৪ আসনে আদেলুর রহমান আদেল, তার বাবা ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি ছিলেন। নাসরীন জাহান রত্না দলের কো-চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদারের স্ত্রী। আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের ভাই নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের এমপি সেলিম ওসমান।

অন্যান্য: ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের স্ত্রী লুৎফুন নেসা খান সংরক্ষিত নারীর আসনে এমপি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নিজে ও তার স্ত্রী বেগম আফরোজা হকও এমপি। মাহী বি চৌধুরীর বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সেলিনা ইসলামের স্বামী পদচ্যুত এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল।

৯৬ সালের আগের অবস্থা মনে করে দেখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, `২৯ বছর যারা ক্ষতমায় ছিল তারা দেশের মানুষকে কিছু দিতে পারেনি। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, যদি পারেন তাহলে ৯৬ সালে পূর্ব পর্যন্ত কী উন্নয়ন ছিল সেটা একটু দেখবেন।‘

শনিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, `১৯৯৬ সালে আমি যখন সরকারে আসি তখন আমাদের বিমানবন্দরের কোনও বোডিং ছিল না, পার্কিং লোড ছিল না, কিছুই ছিল না। আমরা সরকারে এসেই বিমানবন্দরের উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম এবং সিলেট এই দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও আমরা নির্মাণ করি। সঙ্গে শাহজালাল বিমানবন্দরের উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করি।‘

বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, `আরও পর্যাপ্ত আধুনিক, সুযোগ-সুবিধা যাতে সৃষ্টি হয়, তার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। কারণ, আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসীরা বসবাস করে। তারা বিভিন্ন দেশে কাজ করে। আমাদের রেমিট্যান্স পাঠায়। তারাও যাতায়াত করে।‘

মানুষের যোগাযোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি উন্নতির জন্য মানুষের যোগাযোগ অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক যুগের নৌপথ সড়ক পথ রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পথ সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহন করে। বিশেষ করে, এদের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগের মূল বাহন হচ্ছে বিমান।

বিভিন্ন সময়ে আকাশপথে যোগাযোগের রুট পরিবর্তন হয় উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, একসময় আন্তর্জাতিক হাব ছিল হংকং। এরপর হলো সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, এখন দুবাই। আমি বিশ্বাস করি, একসময় আমাদের কক্সবাজার বা হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর হবে আন্তর্জাতিক হাব। রিফুয়েলিংয়ের জন্য অনেকেই এখানে আসবে, থামবে; বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করবে। আর কক্সবাজারে নামলে তো আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘ বালুকাময় সি বিচ সেটাও সবাই উপভোগ করতে পারবে। সেভাবেই আমরা গড়ে তুলতে চাই।’

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. মফিদুর রহমানসহ বেবিচক ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আফরোজা পারভীনের পথসভা ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন। আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার মোমিনপুর ও নাগদাহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে

ঘুরে গণসংযোগ করেন তিনি।

এ সময় তিনি শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা সরকার ও নৌকার পক্ষে ভোট চান।



এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে

– নঈম জোয়ার্দ্দার

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ নানা উদ্যোগ জনগণের সামনে তুলে ধরতে আজ শুক্রবার বিকেলে জেহালা ফুটবল মাঠে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নঈম জোয়ার্দ্দার বলেন,বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে গিয়েছে। আজকে যদি আলমডাঙ্গার কথায় বলি,এই আলমডাঙ্গার রাস্তাঘাট কেমন ছিল? এখন প্রতিটি রাস্তার উন্নয়ন হয়েছে,ব্রীজ হয়েছে,আজকে পদ্মাসেতু দিয়ে যারা ঢাকায় যান,তারা দেখেছেন একটি নয়নাভিরাম সেতু, আল্প সময়েই ঢাকায় যাওয়া যায়। আজকে মেট্রো রেল,বঙ্গবন্ধু টানেল,সহ বড় প্রজেক্টের কাজ হচ্ছে,এ সব কে করেছে? তিনি আমাদের নেত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল রাস্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা। এজন্য বলতে হয়, উন্নয়নের সরকার,বারবার দরকার,জনগণের সরকার, বারবার দরকার।

দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার সরকার,বারবার দরকার। এজন্য শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।

তিনি বলেন,একটি দল প্রতিবারই সন্ত্রাস করে। যারা সামরিক শাসকের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল। সেই দল অগ্নি সন্ত্রাস করে,মানুষ হত্যা করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ক্ষমতায় আসতে চাই। তারা জনগণের উপর আস্তা রাখেনা,আস্তা রাখে কার উপর, বিদেশী প্রভূদের উপর। বিদেশী প্রভূরা যখন বলে আন্দোলন যাও, তারা তখন আন্দোলনে যায়। আজকে যদি চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াত অগ্নি সন্ত্রাস ও মানুষ হত্যার চেষ্টা করে তাহলে যুবলীগ তা প্রতিহত করবে।

জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান শিলনের সভাপতিত্বে জনসভায়
বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক সামসুজ্জোহা হাসু, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আনোয়ার হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, যুগ্নআহবায়ক তাফসির আহম্মেদ মল্লিক লাল, পৌর যুবলীগের আহবায়ক আসাদুল হক ডিটু, জেলা

সেচ্ছাসেবক লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি খালিদ হোসেন, জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক সভাপতি আল ইমরান শুভ, ছাত্রলীগ নেতা সৈকত, মুন্সিগঞ্জ নিগার সিদ্দিক কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম প্রমূখ।
জন-সভায় সঞ্চালনা করেন জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন।

চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীন পথসভা ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,

সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন, শাওন, সিফাত, জিরান, সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।